ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

মোদিকে ছাড়িয়ে শ্রদ্ধা!

পৃঃ ৫

টাকা বেশি পেলে অভিনয়ে নাম লেখাবেন দ্রাবিড়?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৩৫ ● কলকাতা ● ১১ ভাদ্র, ১৪৩১ ● বুধবার ● ২৮ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

নবান্ন অভিযানে উত্তাল ছাত্র আন্দোলন

নবান্ন অভিযানে উত্তাল ছাত্র সমাজ বিক্ষিপ্ত অশান্তি,

আজ ১২ ঘন্টা বনধ্রে ডাক বিজেপির

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : একাধিকবার ছাত্র আন্দোলন রুখতে পুলিশের জলকামান এবং মারাত্মক টিয়ার গ্যাস। এই টিয়ার গ্যাস জ্বলছে চোখ আন্দোলনকারীদের।নবান্ন অভিযানে তুলকালাম ছাত্র আন্দোলন। নবান্ন অভিযানে রণক্ষেত্র হাওড়া - সাঁতরাগাছি। ছাত্র সমাজ। হাওড়া ব্রিজে ব্যারিকেড উপরে উঠিয়ে চলেছে প্রতিবাদ। পুলিশের লাঠিচার্জ। পুলিশ সাথে চলেছিল ধস্তাধস্তি ছাত্রদের । স্লোগান তুলে আবারও এগিয়ে চলল ছাত্র আন্দোলন পুলিশের জল কামান ছাত্র আন্দোলন রুখতে চলেছিল পুলিশের জল কামান। চলেছিল টিয়ার গ্যাস। পুলিশের ওপর চলেছিল ছাত্রদের ইট বৃষ্টি । ছাত্র আন্দোলন রুখতে পুলিশের লাঠিচার্জ। ব্যারিকেড ভেঙে। জাতীয় পতাকা হাতে অনড় ছাত্র আন্দোলন। ঢালাই করা ব্যারিকেড ভেঙে চলছিল ছাত্র আন্দোলন। ছাত্র আন্দোলনকারীদের ওপর চলেছিল কাঁদানো গ্রাস। এই আন্দোলন ভাঙতে পর পর টিয়ার গ্যাস। দফায় দফায় পুলিশের জল কামান কাঁদানে গ্রাস। ফোরশোর রোডে পুলিশ কে লক্ষ্য করে চলে ইট বৃষ্টি। মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ পুলিশ। হাওড়া ব্রিজে জমায়েত আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীদের দমানো যাচ্ছে না। সাঁতরাগাছি তে আন্দোলন রুখতে বাড়তি ফোর্স। সাঁতরাগাছি তে আন্দোলন রুখতে ছাত্র সমাজ এবং পুলিশের খন্ড যুদ্ধ। মারাত্মক টিয়ার গ্যাস জ্বলছে চোখ আন্দোলনকারী সহ সাংবাদিকদের। ছাত্র আন্দোলনে ফাটল চন্ডীতলা সি আই পুলিশের মাথা। তিলোত্তমার বিচার চেয়ে এগিয়ে চলল ছাত্র সমাজের আন্দোলন। এই আন্দোলন চলেছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে নবান্ন। হাওড়ার পুলিশ কে মার

এরপর ৩ পাতায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একাধিকবার ছাত্র আন্দোলন রুখতে চলেছে পুলিশের জলকামান এবং মারাত্মক টিয়ার গ্যাস। এই টিয়ার গ্যাস জ্বলেছে চোখ আন্দোলনকারীদের।নবান্ন অভিযানে তুলকালাম ছাত্র আন্দোলন। নবান্ন অভিযানে রণক্ষেত্র হাওড়া - সাঁতরাগাছি। ছাত্র সমাজ। হাওড়া ব্রিজে ব্যারিকেড উপরে উঠিয়ে চলেছে প্রতিবাদ। পুলিশের লাঠিচার্জ। পুলিশ সাথে চলেছিল ধস্তাধস্তি ছাত্রদের । স্লোগান তুলে আবারও এগিয়ে চলল ছাত্র আন্দোলন পুলিশের জল কামান ছাত্র আন্দোলন রুখতে চলেছিল পুলিশের জল কামান। চলেছিল টিয়ার গ্যাস। পুলিশের ওপর চলেছিল ছাত্রদের ইট বৃষ্টি । ছাত্র আন্দোলন রুখতে পুলিশের লাঠিচার্জ। ব্যারিকেড ভেঙে। জাতীয় পতাকা হাতে অনড় ছাত্র আন্দোলন। ঢালাই করা ব্যারিকেড ভেঙে চলছিল ছাত্র আন্দোলন। ছাত্র আন্দোলনকারীদের ওপর চলেছিল কাঁদানো গ্রাস। এই আন্দোলন ভাঙতে পর পর টিয়ার গ্যাস। দফায় দফায় পুলিশের জল কামান কাঁদানে গ্রাস। ফোরশোর রোডে পুলিশ কে লক্ষ্য করে চলে ইট বৃষ্টি। মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ পুলিশ। হাওড়া ব্রিজে জমায়েত আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীদের দমানো যাচ্ছে না। সাঁতরাগাছি তে আন্দোলন রুখতে বাড়তি ফোর্স। সাঁতরাগাছি তে আন্দোলন রুখতে ছাত্র সমাজ এবং পুলিশের খন্ড যুদ্ধ। মারাত্মক টিয়ার গ্যাস জ্বলেছে চোখ আন্দোলনকারী সহ সাংবাদিকদের। ছাত্র আন্দোলনে ফাটল চন্ডীতলা সি আই পুলিশের মাথা। তিলোত্তমার বিচার চেয়ে এগিয়ে চলল ছাত্র সমাজের আন্দোলন। এই আন্দোলন চলেছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে নবান্ন। হাওড়ার পুলিশ কে মার আবার অন্যদিকে পুলিশ কে উদ্ধার করে আন্দোলনকারীরাই। নবান্ন অভিযানে ঠেকাতে অ্যাকশন মুডে পুলিশ। কৌশল বদলে মহিলা আন্দোলনকারীদের সামনে রেখেই বিক্ষোভ।

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দ্বীপ প্রসাদ

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

শিশু কিশোর আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট '২৪ হাওড়া, উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং কলকাতার ছোটোদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এবং ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের উল্লিখিত জেলাগুলির জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময়সহ বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে শনি, রবি ও অন্য ছুটির দিন বাদে) কলকাতায় শিশু কিশোর আকাদেমির কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। **আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৪।**

প্রতিযোগিতার বিষয়: 'ক' বিভাগ (৫ থেকে ১০+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি। 'খ' বিভাগ (১১ থেকে ১৬+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আসন্ন 'পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিঃ দ্রঃ- আসন্ন রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে দলগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য (গান, নাচ, আবৃত্তি, বৃন্দবাদন ইত্যাদি) এবং একক যন্ত্রবাদন, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পেন ড্রাইভ/ডিভিডিসহ (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। দলগত অনুষ্ঠানে দলের লেটারহেডেএবং অন্যান্য একক অনুষ্ঠানের জন্য সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নামে চিঠি জমা দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন ড্রাইভ/ডিভিডি (অফেরতযোগ্য) দপ্তরে জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার স্থান: উত্তীর্ণ, আলিপুর। সময়: ২৪ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে 'ক' বিভাগ এবং ২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে 'খ' বিভাগ

শিশু কিশোর আকাদেমি। উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় তল। ১এ, রিফর্মেটরি স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা:২৭ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০ ই-মেল: skakademi@gmail.com

উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

সদস্যরা দলে দলে কলকাতামুখী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২৮ অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা দলে দলে কলকাতামুখী। সোমবারই মিছিল করে জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছন তাঁরা। দার্জিলিং মেলে কলকাতার দিকে রওনা দেন জলপাইগুড়ির তৃণমূল সমর্থিত ছাত্ররা। বুধবার ২৮ তারিখ মেয়ো রোডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বার্তা দেন, সেদিকেই এখন নজর রাজ্যবাসীর।

টিএমসিপি রাজ্য কমিটির সদস্য দেবজিৎ সরকার জানান, জলপাইগুড়ি জেলা থেকে ৪ হাজারের বেশি কর্মী ইতিমধ্যে কলকাতা চলে গিয়েছে। অন্যদিকে যুব তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "২৮ অগস্ট গান্ধী মূর্তির পাদদেশে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠান। সেখানেই যাচ্ছেন।" আগামিকাল কলকাতায় নবান্ন অভিযান। তৃণমূল নেতৃত্ব সেসব কানেই তুলতে নারাজ। বলেন, ওসব বিজেপির কর্মসূচি। সকলে সবই জানে। আমাদের নজর ২৮ তারিখে।

আরজি করের প্রেক্ষাপটে এবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মঞ্চ থেকেও 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'-এর আওয়াজ তোলা হবে। এই 'জাস্টিস' সিবিআইয়ের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই একাধিকবার চেয়েছেন তৃণমূলের নেতারা। বারবার কুণাল ঘোষের মুখে শোনাও গিয়েছে সে কথা। বুধবারের মঞ্চে সেই দাবিই আরও জোরাল হবে।সোমবার রাতে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে দার্জিলিং মেলে প্রায় ৫০০ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন। তাঁরা জানান, ২৮ তারিখের কর্মসূচিতে যোগ দিতেই সোমবার রওনা দিলেন তাঁরা। প্রত্যেক বছরই ২৮ অগস্ট গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এই দিনটি পালন করে টিএমসিপি।

চাপিয়ে দেওয়া বনধ' মানা হবে না, জানিয়ে দিল নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে ১২ ঘণ্টার বনধের ডাক দিল বিজেপি। এবিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে বাংলার জনগণকে বনধ পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বনধকে 'চাপিয়ে দেওয়া বনধ' বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বুধবার সরকারি কর্মচারিদের অফিসে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।বাংলাকে সর্বতভাবে স্বাভাবিক রাখার জন্য যানবাহন সচল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বেসরকারি পরিবহন সংগঠনকগুলিকেও যান চলাচল সচল রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্ন অভিযান চলাকালীন পুলিশ যথাসাধ্য শান্ত থেকেছেন বলেও এদিন দাবি করেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।এছাড়াও জানানো হয়েছে, সমস্ত দোকানপাট খোলা রাখতে হবে। এর জন্য সবরকম অনুকূল ও আইনানুগ ব্যবস্থা করবে রাজ্য। কারও কোনও ক্ষতি হলে রাজ্য সরকার সেই দিকটাও দেখবে ।মঙ্গলবার বিজেপির তরফে বনধের ডাক দেওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আজ মহানগর এবং তারপর কাল বাংলাকে স্তব্ধ করার প্রয়াস হল এবং হচ্ছে, এই কাজ সম্পূর্ণ অসমর্থনীয়। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা চলছে, শারোদৎসবের বেচাকেনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্যবসায়ী, কর্মজীবী, পেশাজীবী, বৃত্তিজীবী এবং বৃহৎ সংখ্যক মানুষের ভবিষ্যৎ এতে বিপন্ন হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সহ সমস্ত আপৎকালীন পরিষেবা বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানাচ্ছে আগামী কালের প্রস্তাবিত বনধকে মেনে নেওয়া হবে না। সকলের কাছে অনুরোধ এই বনধে অংশ নেবেন না।' এই বনধ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মহারাষ্ট্র হাই কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের কথা উল্লেখ করেন আলাপন। তাঁর কথায়, 'সাধারণ ভাবে, এই ধরনের অচলাবস্থা জোর করে সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের নানা নির্দেশ আছে। বনধ তথা আন্দোলনের নামে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে সহসা জোর করে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে বিচারবিভাগের নির্দেশ মান্য। তাই রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, বুধবার স্বাভাবিক জনজীবন চালু রাখা হবে।'

আরজি কর কাণ্ডে

এইবার মুখ খুললেন কৃষ্ণ কল্যানী

বেবি চক্রবর্তী: রায়গঞ্জ: নিউজ সারাদিন : আরজি কর কাণ্ডে আরও বাড়ল তৃণমূলের অস্বস্তি। এবার বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন দলের সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে রায়গঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক লিখেছেন, 'আরজি কর কাণ্ডে সুবিচার না হলে আমি ইস্তফা দেব।' আর এই পোস্ট করে শান্তনু সেন, সুখেন্দুশেখর রায়, জহর সরকারদের তালিকায় নাম তুললেন তিনি। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে কৃষ্ণ কল্যাণী লেখেন, 'যদি আরজি কর ইস্যুতে সুবিচার না হয় সবার আগে দায়িত্ব নিয়ে বললাম আমি ইস্তফা দেব। প্লিজ বাংলাকে অশান্ত করবেন না বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম। এর উসকানিতে পা এগোবেন না। জয় বাংলা, সেভ বাংলা, সেভ আওয়ার ফ্যামেলি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।কৃষ্ণ কল্যাণীর পোস্টকে কাটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেছেন, 'তৃণমূলে অনেকের দম বন্ধ হয়ে আসছে। তারা সহানুভূতি কুড়ানোর চেষ্টা করছেন। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের এই অবস্থা তো আজকের নয়। কৃষ্ণ কল্যাণীর নিজের দলকে প্রশ্ন করা উচিত, কেন এমন হল? আরজি কর কাণ্ডের দায় কিছুটা হলেও তো কৃষ্ণ কল্যাণীর ঘাড়ে বর্তায়। বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'ওনাকে ইস্তফা দিতে হবে না। মানুষ জেগে উঠেছে। এমনিতেই এই সরকারের পতন হবে। আর ওনার মতো দলবদলুর কোনও গ্রহণযোগ্যতা আর জনমানসে নেই। এসব লিখে আর সহানুভূতি আদায় করা যাবে না। সত্যিই সুবিচার চাইলে উনি এখনই ইস্তফা দিতেন। এসব বলে মানুষের ক্ষোভ শান্ত করে অভিযুক্তদের ওপর চাপ কমানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেটা হবে না। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবাসীর স্বার্থে বিজেপির লড়াই জারি থাকবে।'

।।জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মধুসূদন গোপালের নয়নাভিরাম দর্শন।।
সিদ্ধেশ্বরীকালী মন্দির, শ্রীরামপুর, হুগলি

পলিগ্রাফ টেস্টে ধৃতের মুখে সত্যিটা বেরিয়েই পড়ল?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিলোত্তমার দেহ উদ্ধারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু প্রথম থেকেই দাবি উঠছিল, যে নৃশংসভাবে তিলোত্তমার ওপর নির্যাতন চলেছে, তাঁকে খুন করা হয়েছে, তা কারোর একার পক্ষে সম্ভব নয়। ধৃত একা এই ঘটনায় জড়িত নয়, দাবি উঠছিল এমনও। এমনকি আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী, ধৃতকেই দাবার বোড়ে বানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, পলিগ্রাফ টেস্টে সেভাবে লিখিত রিপোর্ট হয় না। গ্রাফের যে ওঠানামা, সেই পরিবর্তন দেখে নির্ধারিত করা হয় অভিযুক্ত আদৌ সত্যি বলছেন নাকি মিথ্যা। ধৃতের ক্ষেত্রে হার্টবিট ও পালস রেটের সূচক যা ছিল, তা দেখে বিশেষজ্ঞরা, মনোবিদ, ফিজিশিয়নরা মনে করছেন, ধৃতের বয়ান অসত্য। পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণ ও গ্রাফচিত্রের রেট দেখে তদন্তকারীরা বলছেন, ধৃত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, আর তার জন্যই মিথ্যা বলছেন।কিন্তু এ যুক্তি কতটা সত্যি? কতটা সত্যি কথা বলছেন ধৃত? তা জানতে পলিগ্রাফ টেস্ট করানো হয়। তাতে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, ধৃতের পলিগ্রাফ টেস্টের রিপোর্ট বলছে, এর পিছনে আরও অনেকে জড়িত। পলিগ্রাফ টেস্টের সময় একের পর মিথ্যে বয়ান দিয়েছেন ধৃত।

টেস্টের পর প্রাথমিক অভিমত বিশেষজ্ঞদের। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে দেওয়া বয়ান ও মিথ্যই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, পলিগ্রাফ টেস্টে বয়ানের সময় ধৃতের মধ্যে ধরা পড়েছে 'স্ট্রেস'। হার্ট বিট থেকে পালস রেট এর পরিবর্তন থেকেই বোঝা যায় সত্য মিথ্যা এই টেস্টে। টেস্টের সময় গ্রাফে অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়। এই বয়ান অসত্য, অন্তত গ্রাফের সূচক তাই বলছে।বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ধৃত একবার দাবি করছেন, সেমিনার রুমে তিনি কাউকে দেখেননি। পরক্ষণেই আবার বয়ান বদল করেছেন তিনি। আবার কখনও দাবি করেছেন, তিলোত্তমাকে মৃত অবস্থায় দেখে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। ধৃতের এই বিভ্রান্তিকর বয়ানে গ্রাফচিত্রে অস্বাভাবিক বদল আসে। সিবিআই ধৃতকে হেফাজতে নেওয়ার পর দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেখানেও একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন দাবি করেন ধৃত। জেরায় তিনি দাবি করেছিলেন, সেদিন সেমিনার রুমে ঢোকেননি, কখনও দাবি করেছেন তিনি উঁকি মেরে দেখেছিলেন, আবার কখনও বলেছেন, তিনি ঢুকেছিলেন, কিন্তু সেই ঘর ফাঁকা ছিল। কিন্তু পলিগ্রাফ টেস্টের সময় তিনি দাবি করেছেন, সেমিনার রুমে ঢুকেছিলেন তিলোত্তমাকে মৃত দেখেছিলেন, তাই ভয় সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছেন।

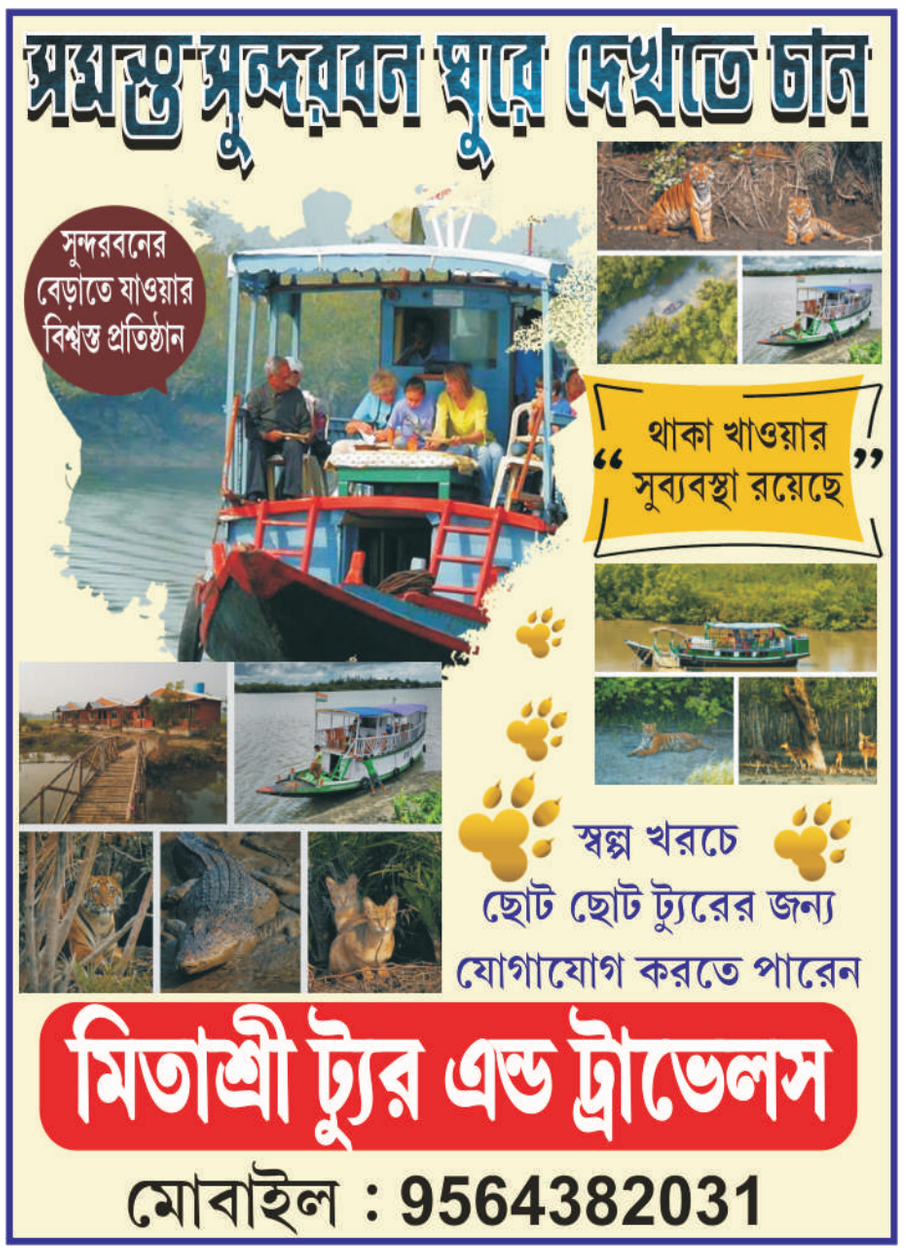

প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে

কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের জেরে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে শুরু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, এরকম একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁদের ফোনালাপে উঠে আসে বাংলাদেশে থাকা হিন্দুদের প্রসঙ্গও। তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন নমো নিজে। নয়াদিল্লির বিবৃতিতেও এমনটাই জানানো হয়েছে। কিন্তু দুই রাষ্ট্রপ্রধানের আলোচনার পর আমেরিকার তরফে বাংলাদেশ নিয়ে কোনও কিছুর উল্লেখই করা হয়নি। বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছে হোয়াট হাউস। যা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।সদ্য পোল্যান্ড সফর সেরে দেশে ফিরেছেন মোদি। সোমবার আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে বাইডেনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। চলতি মাসেই বড় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে বাংলাদেশে। ব্যাপক গণ আন্দোলন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ। পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। তার পর থেকে সেদেশে হিংসা, অত্যাচারের শিকার হয়েছেন হিন্দুরা। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত। এদিন সেই হিন্দুদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বাইডেনের সঙ্গে কথা বলার পর মোদি এক্স হ্যান্ডেলে জানান, ‘আমাদের মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়েছে। কীভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয় সেনিয়ে আলোচনা করেছি। সেখানে থাকা সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা নিয়েও কথা হয়েছে।’ এর পরই বিবৃতি দেওয়া হয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে। যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে বাংলাদেশের প্রসঙ্গের ইঙ্গিত।

অরাজনৈতিক' নবান্ন অভিযানের নেতৃত্বে অর্জুন!

ধৃতদের আইনি সহায়তার আশ্বাস শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কথা ছিল, রাজনীতির কোনও আঁচ লাগবে না। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ব্যানারে শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীরা নবান্ন অভিযান করবেন মঙ্গলবার। সামনে অন্তত কোনও রাজনৈতিক দলের কোনও নেতা থাকবেন না। কর্মসূচি ঘোষণা করতে গিয়ে একাধিকবার একথা বলেছে 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ' নামে সংগঠন। কিন্তু মঙ্গলবার মিছিল শুরু হতেই ছবি গেল বদলে। এনিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া, "দক্ষতার সঙ্গে RG Kar তদন্তে CBI-এর দায়িত্ব থেকে নজর ঘোরানো হচ্ছে। নবান্ন ঘিরে বিজেপির চক্রান্তমূলক লম্ফঝম্পে। কেন তদন্তের কিনারা হচ্ছে না, সেই চাপ সিজিওতে তৈরির বদলে মিডিয়া ব্যস্ত নবান্নকে ঘিরে পুলিশি নিরাপত্তা দেখাতে। এরা কী ভেবেছিল? পুলিশ থাকবে না, বিজেপি নবান্নে বেড়াতে যাবে?"দেখা গেল, মিছিল শুরুর অন্যতম স্থান কলেজ স্কোয়ার থেকে জমায়েতের নেতৃত্বে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং ! অন্যদিকে, বিধানসভায় এসে বিরোধী দলনেতাও হুঁশিয়ারি দিলেন, আজকের অভিযানে ছাত্রদের গায়ে হাত পড়লে তাঁরা অবস্থানে বসবেন। অত্যাচার হলে পশ্চিমবঙ্গ স্তব্ধ করা হবে। আশ্বাস দিয়েছেন, আইনি সহায়তা করা হবে প্রতিবাদকারীদের। আর এ থেকেই স্পষ্ট, এই নবান্ন অভিযানে 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজে'র আড়ালে আসলে বিজেপিই।

কলেজ স্কোয়ারের মিছিলের নেতৃত্বে অর্জুন সিং।

সোমবার বিকেলে কলকাতা প্রেস ক্লাবে কর্মসূচি সংক্রান্ত ঘোষণার সময়ই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজে'র এই আন্দোলনের আড়ালে আসলে বিজেপি-আরএসএস । প্রশ্নের মুখে দুই সদস্য শুভঙ্কর হালদার ও সায়ন লাহিড়ী তা প্রকাশ করেছিলেন। যদিও তাঁরা বার বার উল্লেখ করেছিলেন, মঙ্গলবারের অভিযানের সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের কোনও যোগ নেই। কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা যাতে সামনে না থাকেন, সেই আবেদনও জানানো হয়েছিল।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, মিছিলের আগেই শুভেন্দু অধিকারী এই অভিযান নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্ট করছেন। তাতেই বিজেপি যোগ নিয়ে পালটা পোস্ট করেছিলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। আর বেলা বাড়তে শুভেন্দু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাফ বলেন, "ছাত্রদের কারও গায়ে হাত পড়লে আমরা অবস্থানে বসব। আক্রান্তদের আইনি সহায়তা দেব, খরচও দেব। আর অত্যাচার হলে পশ্চিমবঙ্গ স্তব্ধ করে দেব।"

১-ম পাতার পর

নবান্ন অভিযানে উত্তাল ছাত্র সমাজ বিক্ষিপ্ত অশান্তি, আজ ১২ ঘন্টা বনধ্রে ডাক বিজেপির

হাওড়া ময়দানে পাল্টা লাঠিচার্জ পুলিশের। ফোরশোর রোডে বিশাল আর পি এফ। সাঁতরাগাছি - ময়দান - নবান্নের ফোরশোর রোড। নবান্ন অভিযানে উত্তাল পরিস্থিতি। মাটি কামড়ে পড়ে আছেন আন্দোলনকারীরা।

হাওড়া ময়দানের ছবিটা ঠিক ছিল ফোরশোর রোডে দফায় দফায় অশান্তি। ময়দানে লোহার কাঠামো ভাঙার চেষ্টা। হাতে হাওয়াই চটি মুখে স্লোগান। পুলিশের জল কামান উপেক্ষা করেই চলেছিল ছাত্র আন্দোলন। এই আন্দোলনকারীরা জামা খুলে মাথায় বেঁধে দফায় দফায় জল কামান এর জেরে ভিজে জামা নিংড়ে মাথায় বেঁধে করেছে ছাত্র আন্দোলন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাওড়া ময়দান। এই হাওড়া ময়দানে মাথা ফাটল পুলিশের। নবান্নে কাছে ফোরশোর রোডে মহিলাদের অবস্থান বিক্ষোভ। একাধিক ছাত্রকে আটক করেছে পুলিশ সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। মহাত্মা গান্ধী রোডে পুলিশের দিকে উড়ে আসে ইট। পুলিশি নিয়ন্ত্রণের বাইরে এই আন্দোলন কোন দলীয় পতাকা নয়, জাতীয় পতাকা হাতে বিক্ষোভ ছাত্র সমাজের আন্দোলনের ময়দান ছাড়তে নারাজ ছাত্র সমাজ। পুলিশের লাঠিচার্জে রক্তাক্ত একাধিক আন্দোলনকারীর।এছাড়াও নবান্ন অভিযানে পুলিশি বর্বরতার অভিযোগ তুলে আগামীকাল রাজ্য জুড়ে ১২ ঘন্টা বনধের ডাক বিজেপির। বিজেপির প্রস্তাবিত বনধ মানা হবে না জানিয়ে দিয়েছেন নবান্ন। পাশাপাশি খোলা থাকবে সবকিছু। আজ নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল ঘোষ মন্তব্য ' চক্রান্ত ভেস্তে গেছে বলে বনধে ডাক'। অন্যদিকে লালবাজারের সামনে বিক্ষোভ বিজেপির। নবান্ন অভিযান সামলাতে হিমশিম রাজ্য পুলিশ বাহিনী। পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা।

১-ম পাতার পর

নবান্ন অভিযানে উত্তাল ছাত্র আন্দোলন

আবার অন্যদিকে পুলিশ কে উদ্ধার করে আন্দোলনকারীরাই। নবান্ন অভিযানে ঠেকাতে অ্যাকশন মুডে পুলিশ। কৌশল বদলে মহিলা আন্দোলনকারীদের সামনে রেখেই বিক্ষোভ। হাওড়া ময়দানে পাল্টা লাঠিচার্জ পুলিশের। ফোরশোর রোডে বিশাল আর পি এফ। সাঁতরাগাছি - ময়দান - নবান্নের ফোরশোর রোড। নবান্ন অভিযানে উত্তাল পরিস্থিতি। মাটি কামড়ে পড়ে আছেন আন্দোলনকারীরা।

হাওড়া ময়দানের ছবিটা ঠিক ছিল ফোরশোর রোডে দফায় দফায় অশান্তি। ময়দানে লোহার কাঠামো ভাঙার চেষ্টা। হাতে হাওয়াই চটি মুখে স্লোগান। পুলিশের জল কামান উপেক্ষা করেই চলেছিল ছাত্র আন্দোলন। এই আন্দোলনকারীরা জামা খুলে মাথায় বেঁধে দফায় দফায় জল কামান এর জেরে ভিজে জামা নিংড়ে মাথায় বেঁধে করেছে ছাত্র আন্দোলন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাওড়া ময়দান। এই হাওড়া ময়দানে মাথা ফাটল পুলিশের। নবান্নে কাছে ফোরশোর রোডে মহিলাদের অবস্থান বিক্ষোভ। একাধিক ছাত্রকে আটক করেছে পুলিশ সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। মহাত্মা গান্ধী রোডে পুলিশের দিকে উড়ে আসে ইট। পুলিশি নিয়ন্ত্রণের বাইরে এই আন্দোলন কোন দলীয় পতাকা নয় জাতীয় পতাকা হাতে বিক্ষোভ ছাত্র সমাজের আন্দোলনের ময়দান ছাড়তে নারাজ ছাত্র সমাজ।

স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম অস্ত্র লুণ্ঠনের

১১০ তম বর্ষপূর্তি আমতায়

অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়া : নিউজ সারাদিন : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দুঃসাহসিক প্রথম অস্ত্র লুণ্ঠন হয়েছিল ১৯১৪ সালের ২৬ শে আগষ্ট, যা রডা অস্ত্র লুণ্ঠন নামে খ্যাত। এই অস্ত্র লুণ্ঠনের মূল কান্ডারী ছিলেন গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর গ্রামের ভূমিপুত্র শ্রীশচন্দ্র মিত্র ওরফে হাবু মিত্র। রডা অস্ত্র লুণ্ঠন ও শ্রীশচন্দ্র মিত্র ইতিহাসে উপেক্ষিত থেকে গেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর কোনো সরকারই রডা অস্ত্র লুণ্ঠন ও শ্রীশচন্দ্র মিত্র কে স্মরণ করে না।শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র নামে কোনো রাস্তার নামকরণ করা হয় নি। ইতিহাসের পাতায় তার কর্মকাণ্ড স্থান পায়নি। কলকাতার মলঙ্গা লেনে শ্রীশচন্দ্র মিত্র-র একটি স্মৃতিসৌধ আছে। স্বাধীনতা লাভের পর শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র জন্মভিটায় তাঁর স্মৃতিতে তদানীন্তন ইউনিয়ন বোর্ডের সহায়তায় গ্রামবাসীরা একটি স্মৃতি বেদী নির্মাণ করেন। বতর্মানে সেই বেদীর কোনো অস্তিত্ব নেই। বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ বাস্তুভিটা ও দখল হয়ে গেছে।১৯৮৩ সালে রসপুর পিপলস লাইব্রেরীর উদ্যোগে গঠিত হয় বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি।ওই বছরই ২৬ শে আগষ্ট রডা অস্ত্র লুণ্ঠন এর ৭০ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরীর পাশে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। এই টুকু যা। ভারতবর্ষ কে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য বিপ্লবীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিপ্লবীদের হাতে সেই সময় কোনো আধুনিক অস্ত্র না থাকায় বিপ্লবীরা কোনো উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড সফল করতে পারছিল না। বিপ্লবীরা বুঝতে পারেন যে, আধুনিক অস্ত্রে সশস্ত্র বিপ্লব না করলে ভারতবর্ষ কে কোনো দিনই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করা যাবে না। অস্ত্রের প্রয়োজন! অস্ত্র সংগ্রহ কি ভাবে হবে? বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র। শ্রীশচন্দ্র মিত্র রডা কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তিনি নিজেই অস্ত্র সংগ্রহের

এরপর ৪ পাতায়

ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী

ডুবন্ত পণ্যবাহী জাহাজ থেকে ১১ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী রাত্রীকালীন অনুসন্ধান চালিয়ে ডুবন্ত পণ্যবাহী জাহাজ এমভি আইটিটি পুমা থেকে ১১ জন ক্রুকে জীবিত উদ্ধার করেছে। ২৬ আগস্ট গভীর রাতে এই অনুসন্ধান চালানো হয়। মুম্বাই-এর রেজিস্ট্রিকৃত একটি পণ্যবাহী জাহাজ কলকাতা হয়ে আন্দামান যাওয়ার পথে সাগরদ্বীপ থেকে দক্ষিণে ৯০ নটিক্যাল মাইলে হঠাৎ করে জলে ডুবতে থাকে। সামুদ্রিক অনুসন্ধান ও উদ্ধার সমন্বয় কেন্দ্র (এমআরসিসি) চেন্নাই ২৫ আগস্ট রাতে প্রাথমিক এই বিপদ সঙ্কেত পায়। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর কলকাতা স্থিত (উত্তর পূর্ব) আঞ্চলিক সদর কার্যালয় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উপকূলরক্ষী বাহিনীর দুটি জাহাজ এবং ডর্নিয়ার বিমানকে ঘটনাস্থলের দিকে পাঠায়। ডর্নিয়ার বিমানটি থেকে সেন্সারের মাধ্যমে ভাসমান জীবনভেলাকে চিহ্নিত করা হয় সেইসঙ্গে বিপদসঙ্কুল অবস্থায় ক্রুদের লাল সঙ্কেতের দেখা মেলে। এরপর, ডর্নিয়ার বিমানটিকে অনুসরণ করে উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ সেখানে পৌঁছোয়। বাঁধা অবস্থায় দুটি জীবনভেলায় আশ্রয় নেওয়া জীবিতদের দিকে তাদের চোখ পড়ে। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ সারাং এবং আমভ ডর্নিয়ার বিমানকে অনুসরণ করে বিপদাপন্ন ক্রুদেরকে উদ্ধার করে। ২৫ আগস্ট গভীর রাত থেকে ২৬ আগস্ট কাকভোর পর্যন্ত এই উদ্ধারকাজ চলে।

আচমকা নবান্নর নর্থ গেটে চলে এলো কয়েকজন ব্যক্তি

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের ডাক দেওয়া নবান্ন অভিযান ঘিরে আজ তুলকালাম রাজ্য রাজনীতি। কলেজ স্কোয়্যার এবং সাঁতরাগাছিতে জমায়েতের পর আস্তে আস্তে নবান্নের দিকে এগোচ্ছে মিছিল। আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। এর মাঝেই আচমকা কয়েকজন নবান্নের নর্থ গেটের সামনে চলে এলেন!জনতাকে ঠেকাতে প্রথমে বোঝানো হচ্ছে। এরপরেও কথা না শুনলে টিয়ার সেল, জলকামান ছোঁড়ার পথে হাটছে পুলিশ। আন্দোলনকারীরা যাতে কোনও ভাবে নবান্ন নবম চত্বরে পৌঁছতে না পারে সেই বিষয়ে তৎপর পুলিশ। এই আবহে 'দাবি এক, দফা এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ' স্লোগান তুলতে তুলতে নবান্নের নর্থ গেটের সামনে চলে আসেন একদল আন্দোলনকারী।

সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। জানা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তিরা নবান্ন চত্বরেই থাকেন। নবান্ন অভিযানের মাঝেই এদিন আচমকা নর্থ গেটের সামনে তাঁরা চলে আসেন। এরপর পুলিশ এসে ওই আন্দোলনকারীদের সরিয়ে

লাদাখের ৫টি নতুন জেলা তৈরি হওয়া সুশাসন ও

সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এক পদক্ষেপ : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী লাদাখে ৫টি নতুন জেলা গঠিত হওয়ায় সেখানকার জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জাঙ্সকার, দ্রাস, সাম, নুবরা এবং চাংথাং এই নতুন জেলাগুলি জনগণকে আরও ভালো পরিষেবা দিতে সহায়ক হবে।

এক্স বার্তায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ-এর একটি পোস্ট শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “লাদাখে ৫টি নতুন জেলা গঠন সুশাসন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এক পদক্ষেপ। জাঙ্সকার, দ্রাস, সাম, নুবরা এবং চাংথাং এই নতুন জেলাগুলি জনগণকে আরও ভালো পরিষেবা দিতে সহায়ক হবে। সেখানকার জনগণকে জানাই অভিনন্দন।”

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হোক রাজ্যে, নতুন করে ভোট হোক,

রাজ্যপালের কাছে আর্জি শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা রাজ্যপাল। ভোট দিয়ে মানুষ পছন্দের সরকার পছন্দ করুক। "তৃণমূল যদিও সাফ জানিয়েছে, বুধবার কোনও ধর্মঘট হবে না। দলের নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, "কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না, ব্যর্থ করুন ধর্মঘট। নবান্ন অভিযান নয়, আজ সমাজবিরোধীদের অভিযান ছিল।" পাশাপাশি, বিজেপি এবং সিপিএম-এর ক্যাডাররা যৌথ ভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন কুণাল।আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আজ পশ্চিমবঙ্গ 'ছাত্র সমাজে'র

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৩৫ সংখ্যা ২৮ আগস্ট, ২০২৪ বুধবার ১১ ভাদ্র, ১৪৩১

আগে রাজনীতিতে সেবা,

নিষ্ঠা ও আনুগত্যের অনুভূতি ছিল: পান্ডে

ডাঃ সমরেন্দ্র পাঠক. সিনিয়র সাংবাদিক। নতুন দিল্লি, ২৭ আগস্ট ২০২৪ (এজেন্সি): নিউজ সারাদিন : দেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা প্রবীণ নেতা মণিশঙ্কর পান্ডে বলেছেন যে আগে রাজনীতিতে সেবা, নিষ্ঠা ও আনুগত্যের অনুভূতি ছিল, কিন্তু এখন তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

প্রাক্তন বিধানসভা কাউন্সিলর শ্রী পান্ডে, যিনি পাঁচ দশক আগে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘঝটও-এর প্রধান ছিলেন, একটি সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে সেই সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীবাদের প্রভাব ছিল।

শ্রী পান্ডে বলেন, আগে নেতাদের একটা বিশেষ পোশাক থাকত। তারা কুর্তা, ধুতি বা পায়জামা পরতেন। গান্ধী মাথায় টুপি রাখতেন। জাতির জন্য কিছু করার ইচ্ছা ছিল তার। সেবা, উৎসর্গ এবং আনুগত্যের অনুভূতি ছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই সমস্ত জিনিসগুলি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

তিনি বলেন, আগে বিধানসভা ও সংসদে যাওয়া লোকদের মধ্যে এই জিনিসগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, কিন্তু এখন জাতি, ধর্ম এবং লিঙ্গকে আলাদা করে দেখা হয়। অর্থ ব্যবস্থা একটি বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে।

এক প্রশ্নের জবাবে এলজেপি (রাম বিলাস) জাতীয় সহ-সভাপতি শ্রী পান্ডে বলেছেন যে রাজীব গান্ধী দেশের যোগাযোগ বিপ্লবের জনক। নরসিংহ রাও অর্থনৈতিক উদারীকরণের পথপ্রদর্শক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনামলে এই এলাকায় অনেক উন্নয়ন হয়েছে এবং বিশ্ব এখন ভারতকে একটি নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে দেখছে। এল.এস.

সম্পাদকীয়

কোন্দল সামলে ভূস্বর্গে ভোটের সংশোধিত তালিকা বিজেপির, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় ২৯ প্রার্থী

গতকাল থেকে ভূস্বর্গে প্রার্থী বাছাই নিয়ে বেজায় চাপে বিজেপি। জম্মু ও কাশ্মীরের পুরোনো বিজেপি কর্মীদের কেন টিকিট দেওয়া হয়নি, এই নিয়ে দলের অন্দরেই কোন্দল শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন হয় যে সোমবার ৪৪টি আসনের প্রার্থিতালিকা ঘোষণার আধ ঘণ্টার মধ্যে তা প্রত্যাহার করে কেবলমাত্র প্রথম দফার ১৫ জনের নাম ঘোষণা করে গেরুয়া শিবির।উল্লেখ্য, ৯০ আসনের জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় কাশ্মীরে রয়েছে ৪৭টি আসন বাকি ৪৩টি আসন রয়েছে জম্মুতে। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর মোট ৩ দফায় নির্বাচন হবে এখানে। ৪ অক্টোবর হবে ভোট গণনা। জম্মু ও কাশ্মীরে শেষবার বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল ২০১৪ সালে। সেই নির্বাচনে ২৫টি আসনে জয় পায় বিজেপি, ২৮টি আসন জেতে পিডিপি, ন্যাশনাল কনফারেন্স ১৫টি এবং কংগ্রেস ১২টি আসন জেতে। বিজেপি ও পিডিপি জোট বেঁধে সরকার গঠন করে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই জোটের পরিণতি দেখেছে দেশ। এবারের নির্বাচনে ইতিমধ্যেই জোট ঘোষণা করেছে এনসি ও কংগ্রেস। অন্যদিকে, আলাদাভাবে লড়াইয়ে নামতে চলেছে বিজেপি ও পিডিপি।শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার সংশোধিত তালিকা ঘোষণা করল মোদি-শাহর দল। নয়া তালিকায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দফার ২৯ প্রার্থীর নাম এবং কেন্দ্র জানানো হয়েছে।

২০১৯ সালে বিশেষ মর্যাদা হারানো ও জম্মু ও কাশ্মীর দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে সেখানে। তিন দফায় জম্মু ও কাশ্মীরে ৯০ টি আসনে হতে চলেছে নির্বাচন। সেদিকে নজর রেখে দফায় দফায় বৈঠকের পর সোমবার ৪৪টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল বিজেপি। যেখানে প্রথম দফার ১৫ আসন, দ্বিতীয় দফার ১০ আসন এবং তৃতীয় দফার ১৯টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। ওই তালিকায় দেখা যায় ৪৪ প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জন মুসলিমকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৮ জনকে প্রার্থী করা হয় জম্মুর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্রগুলিতে। এছাড়াও কাশ্মীরের দুটি কেন্দ্রে দুই কাশ্মীরী পণ্ডিতকে টিকিট দেয় গেরুয়া শিবির।মঙ্গলবার যে তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি তাতে দ্বিতীয় দফার প্রার্থী সংখ্যা ১০ জন। তৃতীয় দফায় ১৯ জন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৪৪ জন প্রার্থীর নাম জানালো বিজেপি। দ্বিতীয় দফার তালিকায় ৬ জন মুসলিম প্রার্থী। নয়া তালিকায় একজনও মহিলা প্রার্থী নেই। তবে স্পষ্ট যে দলীয় নেতাদের ক্ষোভের আঁচ নেভানোর চেষ্টা হয়েছে সংশোধিত তালিকায়। সেই কারণেই প্রাক্তন গেরুয়া বিধায়ক রাজীব শর্মা, পবন গুপ্তা এবং প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক মহম্মদ আক্রম চৌধুরীকে প্রার্থী করা হয়েছে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পুরান বলেনু সর্প ভয় থেকে মনুষ্য দের উদ্ধারের জন্য পরম পিতা ব্রহ্মা কশ্যপ মুনিকে বিশেষ মন্ত্র বিশেষ বা বিদ্যা আবিস্কারের কথা বলেন ।হয়তো এখানে বিষের ঔষধ আবিস্কারের কথা সেই সাথেও বলা হয় ।কশ্যপ মুনি এই বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। তখন তাঁর মন থেকে এক দেবীর সৃষ্টি হয়। তিনটি কারনে দেবীর নাম হয় মনসা। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাতৃ শক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একাদশ পর্ব)

সামলালেন। তাঁদের সব্বাইকে দান-দক্ষিণা বাবদ রেশমবস্ত্র, উত্তরীয় আর স্বর্ণমুদ্রা দিলেন রানি। অতিথি আপ্যায়ন থেকে কাঙালি ভোজন কোথাও যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে সেদিকে ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। হুগলির কুলিহান্তা থেকে প্রবোধচন্দ্র সাঁতরার বাবার কাকা-কাকিমা এসেছিলেন সেদিনের সেই বিশাল অনুষ্ঠানে। এহেন প্রবোধচন্দ্র সেদিনের কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'শালবাড়িয়া তালুক হইতে দুটি হস্তী আসিয়াছিল, ওই হস্তীপৃষ্ঠে অতি উত্তম বিশুদ্ধ ঘৃত আনীত হইয়াছিল।' সংবাদপ্রভাকরের খবর অনুযায়ী, সেদিন লোক খাওয়ানোর জন্য শুধু কলকাতা নয়, পানিহাটি, বৈদ্যবাটি, ত্রিবেণী প্রভৃতি জায়গা থেকে ৫০০ মণ সন্দেশ আনা হয়েছিল। ওই প্রতিবেদনে আরও প্রকাশ, 'নবরত্নের সম্মুখস্থ নাটমন্দির অতি রমণীয় রূপে সজ্জীভূত হইয়াছিল, ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতিতে খচিত হয়,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হোক রাজ্যে, নতুন করে ভোট হোক, রাজ্যপালের কাছে আর্জি শুভেন্দুর

ডাকে নবান্ন অভিযান ছিল, যাকে ঘিরে সকাল থেকে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়।

সাঁতরাগাছি, হাওড়া ব্রিজ, হাওড়া ময়দানে দফায় দফায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে পুলিশের। পুলিশকে ঘিরে এলোপাথাড়ি ইঁটবৃষ্টি চলে, পাল্টা লাঠিচার্জ করে, জলকামান দেগে এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে ভিড় ছত্রভঙ্গ করা হয়। সন্ধেয় আবার ডোরিনা ক্রসিংয়ে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের ডাকে অবরোধ শুরু হয়। লাঠিচার্জ করে সেখান থেকে সকলকে হটিয়ে দেয় পুলিশ।আজকের নবান্ন অভিযান থেকেও স্লোগান ওঠে 'দফা এক, দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ' বলে। আর সেই আবহেই আবারও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে মমতার পদত্যাগের দাবি তুললেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, "আমি চাইব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে, বিশেষ করে পুলিশ এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করুন উনি। রাজ্যপালকে অনুরোধ করব, আপনি রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করুন। পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডা, ধর্ষকরা জেলে যাক, ফাঁসি হোক। গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসুক। গণতান্ত্রিক পরিবেশে, জনগণ নির্ভয়ে পছন্দের দলকে গ্রহণ করুন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা হোক রাজ্য।"এদিনের নবান্ন অভিযানের পর, বিকেলে বিজেপি নেতৃত্বও লালবাজার অভিযানে বেরোন। রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সেই অভিযানে নেতৃত্ব দেন। এই লালবাজার অভিযান ঘিরেও চূড়ান্ত অশান্তি দেখা দেয়। সেই আবহেই বুধবার রাজ্য জুড়ে ১২ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বিজেপি। এর পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার থেকে লাগাতার ধর্নার প্রস্তুতি নিচ্ছে গেরুয়া শিবির। আদালত থেকে অনুমতি পেলে বৃহস্পতিবার থেকে ধর্না শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সুকান্ত। তাঁর অভিযোগ, আজ নবান্ন অভিযান ঘিরে পুলিশ ও প্রশাসনকে সামনে রেখে সংগঠিত অত্যাচার চালানো হয়েছে।

৩ পাতার পর

স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম অস্ত্র লুণ্ঠনের ১১০ তম বর্ষপূর্তি আমতায়

দায়িত্ব নেন। ঘটনার দিন ১৯১৪ সালের ২৬ শে আগষ্ট বেলা আড়াইটে কি তিনটা ব্রিটিশ সরকারের অস্ত্র আইন ইন্সপেক্টর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী তখন লালদীঘির ভিতর তাঁর অনুচরদের সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত।এ দিকে কাস্টমস হাউস থেকে পূর্ব পরিকল্পনা মতো এক - এক করে ছয় ' টি গরুর গাড়ি বোঝাই হল অস্ত্রে।সপ্তম গাড়ির চালক ছিলেন ছদ্মবেশী বিহারবাসী হিন্দুস্তান গাড়োয়ান ' কুঞ্জ ' (হরিদাস দত্ত)। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁর গাড়িতে তুলে দেন বাক্স ভর্তি ৫০ টি মাউজার পিস্তল,৫০টি অতিরিক্ত স্প্রিং এবং ৫০ টি পিস্তলের খাপ ।যে খাপ এর সাহায্যে মাউজার পিস্তল গুলিকে সময় মতো রাইফেলের মতো বড় করে ব্যবহার করা যায়। সেই সাথে তুলে দেন ৫০ রাউন্ড কার্তুজ। ব্যাপারটা পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী খেয়ালই করলেন না। কাস্টমস হাউস থেকে সাতটি গরুর গাড়ি ক্লাইভ স্ট্রিট থেকে লালদীঘির (ডালহৌসি স্কোয়ার) দক্ষিণ দিকে গেলে ' ভ্যানিসিটাট রো' - র সামনে এসে সেখানে পূর্ব পরিকল্পনা মতো উপস্থিত বিপ্লবী সমিতির সদস্যদের কাছে সপ্তম গাড়িটি দিয়ে বাকি ছয় ' টি গরুর গাড়ি শ্রীশচন্দ্র মিত্র রডা কোম্পানির গুদামে পৌঁছে দিতে গেলেন।আর বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি এবং অফিসে ও যায় নি।অস্ত্র লুণ্ঠন হওয়ার পাঁচ দিন পর ৩০ শে আগষ্ট র ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় চিরুনি তল্লাশি করলে ও শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র খোঁজ পায় নি। কিছু মাউজার পিস্তল ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ব্রিটিশ পুলিশ উদ্ধার করেছিল গ্রেফতার করেছিল বিপ্লবীদের। অনেক মাউজার পিস্তল ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বিপ্লবীদের হাতে চলে গিয়েছিল, সেই গুলি পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। এই মাউজার পিস্তল দিয়ে বিপ্লবীরা বিভিন্ন জায়গায় অর্থ লুঠ করেছিল। সরকারি গুপ্ত বিভাগের পুলিশ কর্মচারী সুরেন বন্দোপাধ্যায় কে গুলি করে হত্যা করে। পুলিশ ইন্সপেক্টর মধূসূদন চট্টোপাধ্যায় কে গুলি করে। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) রডা লুণ্ঠনের অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ন হয়েছিলেন।বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত,বাদল গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করেছিলেন এই লুণ্ঠিত মাউজার পিস্তল নিয়ে। ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট ভিলিয়ার্স কে মাউজার পিস্তলের গুলি করেন।রডা অস্ত্র লুঠের একটি মাউজার পিস্তল ব্যবহার করতেন রাসবিহারী বসু।রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠনের পর অনুষ্ঠিত ৫৪ টি ডাকাতি, নরহত্যা, নরহত্যার চেষ্টায় ব্যবহার হয়েছিল লুণ্ঠিত মাউজার পিস্তল। সেই অস্ত্র লুণ্ঠনের মূল কান্ডারী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র এর জন্য বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব পান নি। সরকারিভাবে স্মরণ করা হয় না রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের দিন। ২০২৪ এর ২৬ শে আগষ্ট রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের ১১০ তম বর্ষপূর্তি পালন হল শুধুমাত্র গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতায়।এ দিন সকালে প্রথম অনুষ্ঠান টি হল রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরীর পাশে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি স্তম্ভের পাদদেশে। দিনটি পালিত হল বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি -র উদ্যোগে। শ্রীশচন্দ্র মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতির সম্পাদক অসীম কুমার মিত্র আক্ষেপের সুরে বলেন,রাজ্য, জেলা,ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আজ ও উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়ে রয়েছে শ্রীশচন্দ্র মিত্র। সরকারের কাছে আমাদের দাবি স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র অবদান ছড়িয়ে পড়ুক সারা বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে। সংরক্ষণ ও দখল মুক্ত করা হোক শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র জন্মভিটা। রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরীর সামনে ১৯৮৩ সালে নির্মিত শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র স্মৃতি স্তম্ভের সংস্কার করা হোক। পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র জীবনী ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান। আমতা থেকে বালিচক পর্যন্ত রাস্তার নামকরণ করা হোক শ্রীশচন্দ্র মিত্র সরণী। কবি, আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতির গবেষক ও লেখক চন্দ্রাদিত চন্দ্র আক্ষেপের সুরে বলেন আমতা - হাওড়া রেল পথের একটি স্টেশনের নাম রামকৃষ্ণের চিকিৎসক হাওড়া জেলা নিবাসী মহেন্দ্রলাল সরকার এর নামে মহেন্দ্রলাল নগর নামাঙ্কিত করা হয়েছে। আমতা রেল স্টেশনের নাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম অস্ত্র লুণ্ঠন রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের মূল কান্ডারী রসপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্টেশন নামাঙ্কিত করা হোক। এই দিন দ্বিতীয় অনুষ্ঠান পালন করল গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সিরাজবাটি চক্রের অন্তর্গত আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্রের সম্পাদক তথা গাজীপুর থাকময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সায়ন দে, আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌমেন মন্ডল প্রমুখ।সায়ন দে এই অনুষ্ঠানে ছাত্র - ছাত্রীদের কাছে গল্পের ছলে শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র কর্ম জীবন,অস্ত্র লুণ্ঠনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন। এই বক্তব্য কে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হয় কুইজ। এই কুইজে ছাত্র -ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক তথা পরিবেশ কর্মী,গবীনচেন মুভমেন্ট সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এবং ইতিহাস গবেষক ও লেখক প্রদীপ রঞ্জন রীত বলেন, আমতার রসপুরের হাবু মিত্র -র জন্য আমরা গর্বিত।অস্ত্র লুণ্ঠনের পর তিনি ব্রিটিশ পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য আসামে রংপুরে আত্মগোপন করেছিলেন। তারপর তাঁর কি পরিণতি হয়েছিল তা আজ ও অজানা। যেমন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর পরিণতি আজ ও অজানা। বিপ্লবী হাবু মিত্র - র আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কথা নতুন প্রজন্ম, স্কুলের কচি কাঁচা পড়ুয়াদের জানানোর জন্য আমরা বিদ্যালয়ে এই দিনটি পালন করার উদ্যোগ নিয়েছি। তিনি বলেন সরকারি পাঠ্যপুস্তকে শ্রীশ মিত্রের জীবনী - কর্মকাণ্ড - র কথা স্থান দেওয়া হোক। আমতা বাসস্ট্যান্ডের নামকরণ শ্রীশচন্দ্র মিত্র -র নামে করা হোক। আগামী বৎসর এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় আমতা বাসস্ট্যান্ডে করার পরিকল্পনা করছেন বলে তিনি জানান। আজকের অনুষ্ঠানে বর্ষণমুখর পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে ছাত্র - ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য এই বিদ্যালয়ে ১৪ ই আগস্ট থেকে ১৮ ই আগস্ট কচি কাঁচা পড়ুয়া, অভিভাবক - অভিভাবিকাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমতা -বাগনান এলাকার মানুষদের কি ভূমিকা ছিল তাই ছবিতে তথ্যের মাধ্যমে প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়।

সিনেমার খবর

cinema TV

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত, বিপাকে কঙ্গনা রানাউত!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার ফতোয়া কঙ্গনা রানাউতের 'ইমার্জেন্সি'র বিরুদ্ধে। ছবি মুক্তির আগেই তা নিষিদ্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন 'শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি'-র সভাপতি হরজিন্দর সিংহ ধামি। ২১ আগস্ট তিনি ছবিটি নিষিদ্ধ করার ডাক দেন। তার দাবি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষকে বিচ্ছিন্নতাকামী হিসেবে দেখানো হয়েছে ছবিতে। এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। উপযুক্ত পদক্ষেপের জন্য আবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকে।

শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই 'শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি' খুব গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই এটি প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন। এমনিতেই কঙ্গনা শিখ-বিরোধী, পঞ্জাবি-বিরোধী মন্তব্য করে একাধিক বার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছেন। তার বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে।

হরজিন্দরের অভিযোগ, কঙ্গনা পরিচালিত ও অভিনীত 'ইমার্জেন্সি' ছবিটিতে শিখ সম্প্রদায়কে ঘাতক হিসেবে চিত্রায়িত করা হচ্ছে। যা তাদের মূল্যবোধে আঘাত করছে। তিনি দাবি করেন, ১৯৮৪ সালের জুন মাসের জাতি সংঘর্ষে নিহত জারনাইল সিংহ ভিন্দ্রনওয়ালেকে শহিদের মর্যাদা দিয়েছে 'অকাল তখত সাহিব'। কিন্তু এই ছবিতে তার চরিত্রহননের চেষ্টা করা হয়েছে।

হরজিন্দরের দাবি, সাংসদ অভিনেত্রী প্রায়ই শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের মূল্যবোধে আঘাত করে থাকেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয় না সরকার। এবার কঙ্গনার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার দাবি করছেন তারা। শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা করার দাবি তুলেছেন। তাদের অভিযোগ, আগেও বহু চলচ্চিত্রে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে। তিনি জানান, এর আগে বহু বার 'শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির তরফে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, যাতে 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন'-এ শিখ সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি থাকেন। সেই মর্মে আবেদনও করা হয়। কিন্তু কেন্দ্র সে কথা কানে তোলেনি বলে অভিযোগ। এবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে তারা দাবি জানিয়েছেন, যেন 'ইমার্জেন্সি' ছবিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

মোদিকে ছাড়িয়ে শ্রদ্ধা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর। 'স্ত্রী ২' সিনেমার সাফল্যের জোয়ারে ভাসছেন তিনি। বক্স অফিসে ঝড় তোলা এই সিনেমার আয়ের অঙ্ক ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে শ্রদ্ধার ফলোয়ারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ারের দৌড়ে নরেন্দ্র মোদিকে পেছনে ফেলেছেন শ্রদ্ধা। বর্তমানে এই বলিউড নায়িকার ফলোয়ারের সংখ্যা ৯ কোটি ১৫ লাখ। মোদির ফলোয়ার ৯ কোটি ১৩ লাখ।

ইনস্টাগ্রামে ভারতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন শ্রদ্ধা কাপুর। তার আগে সামনে আছেন দুজন; প্রথম অবস্থানে বিরাট কোহলি (২৭ কোটি) ও দ্বিতীয় অবস্থানে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (৯ কোটি ১৮ লাখ)।

বুধবার (১৪ আগস্ট রাতে মুক্তি পেয়েছে 'স্ত্রী ২' সিনেমার সিকুয়েল। অমর কৌশিক পরিচালিত এই সিনেমাতে শ্রদ্ধা ছাড়া অভিনয় করেছেন রাজকুমার রাও, পঙ্কজ ত্রিপাঠি, অপারশক্তি খুরানা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে।

আরজি কর-কাণ্ডে মুখ খুললেন মিঠুন চক্রবর্তী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজের মর্মান্তিক ঘটনায় বাঙালি সমাজের ক্ষোভ এখন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৪ আগস্ট মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মিছিল দফায় দফায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলকাতার এক তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাঙালি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বলিউড তারকাদের মধ্যেও সমবেদনা ও প্রতিবাদের ঝড় বইছে। এবার এই বিষয়ে মুখ খুললেন টালিউড অভিনেতা ও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

সম্প্রতি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে প্রকাশিত একটি ভিডিওবার্তায় মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, 'অনেক দিন ধরেই বলছি, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ভয়াবহ হবে। বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে আর দাঁড়াতে পারছি না।'

তিনি নিহত তরুণী চিকিৎসকের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আরো বলেন, নির্যাতিতার পরিবারের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রইল। যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের দ্রুত গ্রেফতার করে শাস্তি দেয়া হোক। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় দাবি।

আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে শাসকদলের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করে বলেন, রাজ্য সরকার বলছে, রাত মহিলাদের জন্য নিরাপদ নয়। এই লজ্জা রাখার কোনো জায়গা আছে? যেখানে সংসদে, বিধানসভায় মহিলাদের আসন সংরক্ষণ বিল পাশ হচ্ছে, নারী শক্তিকরণের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে এই রাজ্য সরকার বলছে মহিলাদের রাতে ডিউটি করার প্রয়োজন নেই?

শুভেন্দু আরো বলেন, মহিলাদের যে রাতে নিরাপত্তা নেই, সেটা সরকার নিজেই বলছে নবান্ন থেকে! এর পরে হয়তো বলবে দিনের বেলাতেও মহিলারা বাড়ি থেকে বেরোবেন না! মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সরাসরি আক্রমণ করেন শুভেন্দু। তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে নারী স্বাধীনতা, নারী সুরক্ষা, নারীর অধিকার এবং নিরাপত্তা সবই এখন হুমকির মুখে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহল- সবাই একযোগে ন্যায়বিচারের দাবি তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আরজি কর-কাণ্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে রয়ে যাবে।

আলিয়ার প্রশিক্ষক ঋত্বিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যশ রাজের স্পাই ইউনিভার্সে একসঙ্গে দেখা যেতে পারে ঋত্বিক রোশন এবং আলিয়া ভাটকে। জানা গেছে, আলিয়ার 'আলফা'য় থাকতে পারেন ঋত্বিকও। যশ রাজের স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম নারী কেন্দ্রিক সিনেমা হতে চলেছে 'আলফা'। ছবির মূল চরিত্রে থাকছেন আলিয়া ভাট এবং শর্বরী। 'কবির' চরিত্রে দেখা যাবে ঋত্বিককেও। আলিয়ার প্রশিক্ষক হিসেবে দেখা যাবে তাকে।

তবে এবার আলফায় স্পেশাল এজেন্ট হিসেবে আরো দুর্ধর্ষ রূপে আসতে চলেছেন আলিয়া, সঙ্গে শর্বরীও। নিখুঁত অ্যাকশনের জন্য শুটিং শুরুর প্রায় চার মাস আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন তারা। গল্পের একপর্যায়ে তাদের চরিত্র যখন বিপদে পড়বে, উদ্ধারের আর কোনো পথ খোলা নেই; তখন ত্রাণকর্তারূপে হাজির হবে ঋত্বিক অভিনীত চরিত্র কবীর।

অল্প সময়ের জন্য আলফায় ঋত্বিক এলেও, তার উপস্থিতিকে ব্যতিক্রমীভাবে উপস্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন নির্মাতা শিব রাওয়াল। তবে এখন পর্যন্ত নির্মাতারা এই প্রসঙ্গে কোনো তথ্য প্রকাশ করেননি। 'আলফা' ছবিতে বিশেষ চরিত্রে থাকছেন অনিল কাপুর এবং ববি দেওল। 'আলফা' আগামী বছর মুক্তি পেতে পারে। যশ রাজ ফিল্মসের 'ওয়ার ২'-এর শুটিংও চলছে।

'ওয়ার টু'তে ঋত্বিক ছাড়াও রয়েছেন জুনিয়র এনটিআর এবং কিয়ারা। সম্প্রতি মুম্বাইয়ের মালাড অঞ্চলের একটি শপিং মলে কিয়ারার অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করা হয়েছে। এর আগে মার্চ মাসে 'ওয়ার ২'-এর কিছু অংশের শুটিং সেরেছিলেন ঋত্বিক। জুনিয়র এনটিআরের প্রবেশ দৃশ্যটির শুটিং করা হবে আগামী অক্টোবর মাসে। জানা গেছে, কিছুদিনের মধ্যেই আলফার শুটিংয়ে অংশ নেবেন ঋত্বিক।

'কল মি বে' নিয়ে আসছেন অনন্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওটিটিতে অভিষেক ঘটছে বলিউড অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডের। প্রথমবারের মতো ওয়েব সিরিজের অভিনয় করেছেন তিনি। গত মঙ্গলবার মুম্বাইতে সিরিজটির ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোগ দেন অভিনেত্রী। বলেন নিজের ও নতুন কাজ নিয়ে অনেক কথাই। অনন্যা জানান, তার প্রথম ওটিটি সিরিজ 'কল মি বে' অ্যালিসিয়া সিলভারস্টোনের 'ক্লুলেস' ও সোনম কাপুর অভিনীত 'আয়েশা'সহ অনেক কমেডি সিনেমা থেকে অনুপ্রাণিত।

সিরিজটি নিয়ে অনন্যা বলেন, 'এটা খুবই মজার একটি সিরিজ। এ ধরনের কাজ থেকেই আমি বড় হয়েছি। এটা খুব হালকা ধরনের সিরিজ, যা দর্শকরা উপভোগ করবেন।'

কলিন ডি'কুনহা পরিচালিত ও ঈশিতা মৈত্র নির্মিত সিরিজটির গল্প একজন তরুণীকে নিয়ে। যে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর হাজির মুম্বাইতে, মুখোমুখি হয় নানা চ্যালেঞ্জের। 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার ২', 'গেহরাইয়াঁ', 'ড্রিম গার্ল ২' ইত্যাদি সিনেমায় অভিনয় করা অনন্যা বলেন, 'বে' তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে মজার অথচ চ্যালেঞ্জিং চরিত্র।

'কল মি বে'তে অনন্যা ছাড়া আরো অভিনয় করেছেন বীর দাস, গুরফতেহ পীরজাদা, বরুণ সুদ, ভিহান সামাত, মুসকান জাফেরি, নীহারিকা লিরা দত্ত, লিসা মিশ্র, মিনি মাথুর। করণ জোহর, অপূর্ব মেহতা ও সোমেন মিশ্র প্রযোজিত সিরিজটি আগামী ৬ সেপ্টেম্বর অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে।

'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার ২' দিয়ে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডে। পরে 'গেহরাইয়ান', 'ড্রিম গার্ল ২', 'পতিপত্নী অর ও', 'লাইগার' একাধিক ছবিতে নিজেকে আকর্ষণীয় চরিত্রে প্রমাণ করেছেন তিনি।

অনন্যা মনে করেন বে তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে মজার অথচ চ্যালেঞ্জিং চরিত্র। সিরিজটি প্রসঙ্গে নায়িকা বলেন, 'এই প্রথম আমি ওয়েব সিরিজ করছি এবং এর সুবিধা হলো আপনি প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে যেতে পারেন। সিনেমার ক্ষেত্রে মাত্র দুয়েকটা দৃশ্য থাকে। আপনি আসলে এতটা ব্যাকস্টোরি তৈরি করতে পারবেন না।

তবে একটি লম্বা ফরম্যাটের সঙ্গে আপনি এটি করতে পারবেন'। তিনি শুটিংয়ের সময় তাকে সহায়তা করার জন্য জোহর এবং ডি'কুনহার পাশাপাশি দলের প্রশংসা করেছিলেন।

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ফাইনালে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডুরান্ডে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। শুধু তাই নয়, এর আগে ২৯ বার ফাইনালে উঠেছে। এর মধ্যে ১৭ বার চ্যাম্পিয়ন। তাদের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচ। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড সেমিফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই নামানো হল সুনীল ছেত্রীকে। অভিজ্ঞতার কারণেই কি এমন সিদ্ধান্ত? সুনীল ছেত্রী গত কয়েক ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবেই নেমেছেন। শুরু থেকে খেলানোর সিদ্ধান্ত কাজে দিল বেঙ্গালুরু। ম্যাচের ২৬ মিনিটে চোটে মাঠ ছাড়েন মোহনবাগান ক্যাপ্টেন শুভাশিস বসু। এরপরই চাপ বাড়ে। শুভাশিসের জায়গায় নামানো হয় দীপেন্দু বিশ্বাসকে। তবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন যে সহজে হাল ছাড়বে না, এ আর নতুন কী! ০-২ পিছিয়ে থেকে ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে যায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। মাঠে শুধু মোহনবাগানই জিতল না, জিতল ফুটবল। পুলিশি বাধা পেরিয়েই প্রতিবাদে সামিল সমর্থকরা। তিন প্রধানের মিলিত রং, এক স্লোগান সেই টিফোতে।

শুরু থেকে দু-দলেরই সতর্ক খেলা। অবশেষে ৪০ মিনিটে গোলের মুখ খোলে। যদিও সেটা অ্যাওয়ে টিমের জন্য। ম্যাচের ৪০ মিনিটে বিনিথ ভেঙ্কটেশকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন লিস্টন কোলাসো। রেফারি পেনাল্টি দেন। তর্কাতর্কিতে মনবীরও হলুদ কার্ড দেখেন। পেনাল্টি থেকে বেঙ্গালুরু এফসিকে এগিয়ে দেন কিংবদন্তি সুনীল ছেত্রী। দ্রুতই ম্যাচে ফেরার সুযোগ ছিল মোহনবাগানের কাছে। যদিও ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে অ্যালবার্তো রডগিজের হেডার পোস্টে, তার আগে লিস্টন কোলাসোর শটও। দুটি দুর্ভাগ্যজনক মুহূর্ত মোহনবাগানের।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বিনিথ ভেঙ্কটেশের সৌজন্যে ২-০ এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু এফসি। গোল শোধের দুর্দান্ত সুযোগ এসেছিল মোহনবাগানের কাছে। বেঙ্গালুরু এফসি গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুর ভুলে বল পান এ মরসুমে মোহনবাগানে সই করা গ্রেগ স্টুয়ার্ট। ফাঁকা গোল। হেড করলেও বল টার্গেটে রাখতে ব্যর্থ স্টুয়ার্ট। অবশেষে ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে এক গোল শোধ দিমিত্রি পেত্রাতোসের। ফের ম্যাচে ফেরে মোহনবাগান। সমর্থকদের উচ্ছ্বাসও। নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগে অনিরুদ্ধ থাপার গোলে সমতা ফেরায় মোহনবাগান। ম্যাচে প্রাণ ফরে। হেড ক্লিয়ার হলেও ফিরতি বলে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোল করেন অনিরুদ্ধ থাপা। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালেও টাইব্রেকারে জিতেছিল মোহনবাগান। তবে এখানে প্রতিপক্ষ গোলে গুরপ্রীত সিং সান্ধুর মতো প্লেয়ার থাকায় কাজটা আরও কঠিন ছিল।

টাইব্রেকারে দু-দলই সমান তালে চলতে থাকে। গোলকিপারের হাতেই ম্যাচের চাবি। প্রথম তিন শটে দু-দলই একশো শতাংশ রেকর্ড ধরে রাখে। মোহনবাগানের হয়ে চতুর্থ কিক পেত্রাতোসের। গোলও করেন। অবশেষে চতুর্থ কিক বাঁচান বিশাল কাইথ। আর সেখান থেকেই উচ্ছ্বাস শুরু। পঞ্চম শটে গ্রেগ স্টুয়ার্ট গোল করলেই ফাইনালে। যদিও স্টুয়ার্টের কিক ডান দিকে ঝাঁপিয়ে বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। অপেক্ষা বাড়ে দু-দলেরই। বেঙ্গালুরুর পঞ্চম শট বাঁচিয়ে দলের ফাইনাল নিশ্চিত করেন বিশাল কাইথ।

টাকা বেশি পেলে অভিনয়ে নাম লেখাবেন দ্রাবিড়?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্যাটিংয়ের ধরনের কারণে ভারতের ক্রিকেটে রাহুল দ্রাবিড়কে 'দ্য ওয়াল' বলা হয়। তবে দ্রাবিড়ের ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও এর একটা মিল ছিল। কখনো খুব বেশি উদযাপন কিংবা উল্লাস করতে দেখা যেতো না ক্রিকেটার দ্রাবিড়কে, বরাবরই সংযত থাকতে পছন্দ করতেন তিনি। অথচ দ্রাবিড়ের মধ্যেও যে কৌতুকপ্রিয় সত্ত্বা লুকিয়ে আছে সেটা কজনই বা জানতেন! এবার যেন সেই রূপই দেখা গেল তার। দ্রাবিড়ের আত্মজীবনী নিয়ে তৈরি হতে যাওয়া সিনেমায় তিনি নিজে নামভূমিকায় অভিনয় করবেন কি না, সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের সাবেক প্রধান কোচ বলেছেন, টাকার অঙ্কটা বেশি হলে অভিনয় করতে তার আপত্তি নেই!

গতকাল সিয়াট ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ডসে গিয়েছিলেন দ্রাবিড়। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দ্রাবিড় বলেছেন, 'টাকার অঙ্কটা যদি ভালো হয়, আমি এই ভূমিকায় অভিনয় করব।'

সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। সেই দলের প্রধান কোচ ছিলেন দ্রাবিড়। কোচ হিসেবে শিরোপা জয় নিয়ে তিনি বলেছেন, 'সত্যি বলতে কী, আমি ভিন্ন কিছু করতে চাইনি। ওয়ানডে বিশ্বকাপে আমাদের দারুণ একটা অভিযান কেটেছে। আগে আমরা যে শক্তি আর উৎসাহ নিয়ে এগিয়েছি, সেই একইভাবে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য ছিল দলের। এরপর আমরা ভাগ্যের সামান্য ছোঁয়া পাওয়ার আশায় ছিলাম।'

ধোনিকে সর্বকালের সেরা

ভারতীয় একাদশের তালিকায় না রাখা অবশেষে ক্ষমা চাইলেন কার্তিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তার নেতৃত্বে ভারত জিতেছে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও জিতিয়েছেন তিনি। আইপিএলে তিনি হলেন ইতিহাসের অন্যতম সফল অধিনায়ক। আবার অনেকের মতে তিনি সব সময়ের সেরা ফিনিশারদের একজন। সেই মাহেন্দ্র সিং ধোনিকে সর্বকালের সেরা ভারতীয় একাদশে না রেখে কিছুদিন আগে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও ধোনির এক সময়ের সতীর্থ দিনেশ কার্তিক। অবশেষে ভুল স্বীকার করলেন সাবেক এই কিপার ব্যাটার।

ধোনিকে সর্বকালের সেরা ভারতীয় একাদশে না রাখাটা অনিচ্ছাকৃত ভুল উল্লেখ করে ক্ষমা চেয়েছেন কার্তিক। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে নিজের ব্যখ্যা দেন তিনি। 'ভাইয়েরা, আমার বড় ভুল হয়ে গেছে। সত্যি বলতে এটা আমার বড় ভুল হয়েছে। আমি বিষয়টি উপলব্ধি করি যখন বিষয়টি আমার সামনে আসে। যখন সর্বকালের সেরা একাদশ বেছে নিচ্ছিলাম তখন অনেকগুলো জিনিস আমার মাথাতে চলছিল।'

'আমি উইকেটকিপার নির্বাচন করতেই ভুলে গিয়েছিলাম। আমার ভাগ্য ভালো আমার দলে রাহুল দ্রাবিড় ভাই ছিলেন। সবাই ভেবেছিলেন আমি একজন পার্ট টাইম কিপারকে এই গুরু দায়িত্ব দিচ্ছি। সত্যি বলতে আমি রাহুল দ্রাবিড়কে কিপার হিসেবে নয় ব্যাটার হিসেবে ধরেছিলাম। আমি কিপার রাখতে ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার তরফ থেকে এটা খুব বড় ভুল। আর এই জন্য আমি সবার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

নতুন খেলোয়াড় চুক্তির

আপাতত কোন সম্ভাবনা নেই পিএসজির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে জানিয়েছেন বর্তমান দল নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট। আগামী সপ্তাহে গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হবার আগ পর্যন্ত নতুন কোন খেলোয়াড় চুক্তির সম্ভাবনা নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন।

ইতোমধ্যেই ট্রান্সফার মার্কেটে চার খেলোয়াড় অন্তর্ভূক্তি বাবদ পিএসজি বোনাস বাদে ১৭৫ মিলিয়ন ইউরো ব্যয় করেছে। কিন্তু তারকা স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপ্পে রিয়ালে যোগ দেয়ায় তার স্থান পূরনে নতুন কোন ফরোয়ার্ড দলে নেয়নি ফরাসি জায়ান্টরা। ক্লাবের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা এমবাপ্পে গত মৌসুমের শেষে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর রিয়াল মাদ্রিদে পাড়ি জমান। এমবাপ্পে চলে যাবার পরপরই গত সপ্তাহে লে হাভরের বিরুদ্ধে লিগ ওয়ানের নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই পর্তুগালের স্ট্রাইকার গনসালো রামোস ইনজুরিতে পড়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। ম্যাচের ২০ মিনিটে গোঁড়ালির ইনজুরিতে পড়েছেন রামোস। আগামী তিন মাস তাকে বিশ্রামে থাকতে হবে। এর মধ্যে অস্ত্রোপচারের টেবিলেও বসতে হবে পর্তুগীজ এই ফরোয়ার্ডকে। শুক্রবার মন্টিপিলিয়ারের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে মৌসুমের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার প্রাক্কালে এনরিকে বলেছেন, 'দূর্ভাগ্যবশত: গনসালো ইনজুরিতে পড়েছেন। এটা সত্যিই হতাশার। কিন্তু এখনো আমরা শক্তিশালী দল হিসেবেই মাঠে নামবো। এই দলের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। ক্লাব সভাপতি নাসির আল-খেলাইফি, স্পোর্টিং ডিরেক্টর লুইস কাম্পোসের সাথে সবাই মিলে সবসময়ই দলের উন্নতির জন্য দরজা খোলা রেখেছি। এখন যে দলটি রয়েছে তার থেকেও শক্তিশালী দল গঠন করা কিছুটা কঠিন।'

গত সপ্তাহের শেষে ১৯ বছর বয়সী রেনে উইঙ্গার ডিসায়ার ডুয়কে ৫০ মিলিয়ন ইউরোতে দলে ভিড়িয়েছে পিএসজি। সদ্য সমাপ্ত প্যারিস অলিম্পিকে ফ্রান্সকে রৌপ পদক লাভে যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছেন ডিসায়ার। এর আগেই পিএসজি ১৯ বছর বয়সী পর্তুগীজ মিডফিল্ডার হুয়াও নেভেসকে ৬৯.৯ মিলিয়ন ইউরোতে বেনফিকা থেকে দলভূক্ত করেছে প্যারিসের জায়ান্টরা। গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালিস্ট পিএসজি ইকুয়েডর ডিফেন্ডার উইলিয়ান পাচোকে এইনট্র্যাখ ফ্র্যাংকফুর্ট ও রাশিয়ান গোলরক্ষক মাতভে সাফোনোভকে ক্রাসনোডার থেকে দলে ভিড়িয়েছে। এ মাসের ৩০ তারিখ গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোর শেষ তারিখ। তার আগে নাপোলি স্ট্রাইকার ভিক্টর ওশিমেহকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করবে পিএসজি। তবে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে এ বিষয়ে আলোচনা চললেও আশা খুবই ক্ষীণ। রামোসের ইনজুরির কারনে আক্রমনভাগে নেতৃত্বে স্বাভাবিক ভাবেই আছেন রানডাল কোলো মুয়ানি। এছাড়া অর্থোডক্স সেন্টার ফরায়ার্ড হিসেবে মার্কো আসেনসিওকেও ব্যবহার করতে পারেন এনরিকে। এ সম্পর্কে পিএসজি বস বলেছেন, 'আমরা এমন খেলোয়াড়ের সন্ধানে রয়েছি যাদের স্বাভাবিক মূল্যের বিনিময়ে দলে নেয়া যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার হাতে যে দল রয়েছে তাদের নিয়ে আমি খুবই সন্তুষ্ট। আমি বিশ্বাস করি সভাপতি ও স্পোর্টিং ডিরেক্টর দুজনেই ইতোমধ্যেই ট্রান্সফার উইন্ডোতে যথেষ্ট ভাল ভূমিকা রেখেছেন। এই মুহূর্ত সব ঠিক আছে। এর সাথে আর একজন খেলোয়াড় আসলে সেটা বাড়তি পাওনা হবে।

র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ সিলসের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে চমৎকার বোলিংয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন জেডেন সিলস। এই সংস্করণের বোলারদের তালিকায় ক্যারিয়ার সেরা স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই পেসার।

আইসিসি ঘোষিত পুরুষ ক্রিকেটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদে ১৩ ধাপ এগিয়েছেন সিলস। ৬৮৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনি আছেন ত্রয়োদশ স্থানে। তার আগের সেরা অবস্থান ছিল ২৬।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে গায়ানা টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট নেন সিলস। পরে দ্বিতীয় ভাগে একাই ধরেন ৬১ রান দিয়ে ৬ শিকার। যার ক্যারিয়ার সেরা বোলিং। তার চমৎকার পারফরম্যান্সের ম্যাচটি অবশ্য ৪০ রানে হেরে যায় ক্যারিবিয়ানরা।

টেস্ট বোলারদের মধ্যে উন্নতি করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোমেল ওয়ারিক্যান (দুই ধাপ এগিয়ে ৫২তম) ও শামার জোসেফ (১১ ধাপ এগিয়ে ৫৪তম)। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৬ উইকেট নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ভিয়ান মুল্ডার হয়েছেন ম্যাচ সেরা। র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৭ ধাপ এগিয়ে এখন আছেন ৬৫তম স্থানে।

আগের মতোই বোলারদের মধ্যে শীর্ষে ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন। যৌথভাবে দুইয়ে আছেন অস্ট্রেলিয়া জশ হেইজেলউড ও ভারতের জাসপ্রিত বুমরাহ।

গায়ানা টেস্টে ফিফটি করা এইডেন মার্করাম টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে এখন ২১তম স্থানে। পঞ্চাশোর্ধ ইনিংস খেলা কাইল ভেরেইনার উন্নতি ১৬ ধাপ, আছেন ৪৬ নম্বরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি নেই।

যথারীতি টেস্টের এক নম্বর ব্যাটসম্যান ইংল্যান্ডের জো রুট। দুই নম্বরে আছেন নিউ জিল্যান্ড তারকা কেন উইলিয়ামসন। তিনে যৌথভাবে পাকিস্তানের বাবর আজম ও নিউ জিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল।

টেস্ট অলরাউন্ডারদের মধ্যে আগের মতোই চূড়ায় ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা। উন্নতি করেছেন জেসন হোল্ডার। ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার গায়ানা টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ৫৪ রানের ইনিংস খেলেছেন। বল হাতে ম্যাচে নিয়েছেন এক উইকেট। তাতে দুই ধাপ এগিয়ে পঞ্চম স্থানে তিনি।

ইউটিউব চ্যানেল খুলেই চমক,

নিমিষেই মেসিকে টপকে রোনালদোর বিশ্ব রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফেসবুক, এক্স ও ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আগে থেকেই সক্রিয় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। এবার প্ল্যাটফর্ম ইউটিউবেও চ্যানেল খুললেন রোনালদো। 'ইউআর ক্রিস্টিয়ানো' নাম দেয়া হয়েছে সিআর সেভেনের চ্যানেলের।

গতকাল বুধবার চ্যানেলটি খুলতেই ঘটে যায় ধুন্ধুমার কাণ্ড। এক দিনেই অনুসারীর সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। প্রথম এক ঘণ্টাতেই রোনালদোর অনুসারীর সংখ্যা ১ মিলিয়ন বা ১০ লাখ স্পর্শ করে। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার দাবি এটা নতুন বিশ্ব রেকর্ড। এর আগে এত অল্প সময়ে আর কোনো ইউটিউব চ্যানেলের অনুসারীসংখ্যা ১ মিলিয়ন ছাড়ায়নি।

শুধু তাই নয়, ইউটিউব চ্যানেলে সাবসক্রাইবারের সংখ্যায় দীর্ঘদিনের মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসিকে মাত্র ২ ঘণ্টাতে টপকে যান রোনালদো। বাংলাদেশ সময় গতকাল রাত ১১টা পর্যন্ত মেসির ১৮ বছর আগে চালু করা ইউটিউব চ্যানেল 'লিও মেসি'র অনুসারীর সংখ্যা ছিল ২১ লাখ ৬০ হাজার। রোনালদোর অনুসারীর সংখ্যা মাত্র ২ ঘণ্টাতেই হয়েছিল ২১ লাখ ৭০ হাজার। সেটিও মাত্র ১৮টি ভিডিও আপলোড করেই। বিপরীতে মেসি এখন পর্যন্ত আপলোড করেছেন ২০৭টি ভিডিও।

গুগলে বা ইউটিউবে 'ইউআর ক্রিস্টিয়ানো' লিখে সার্চ দিলেই দেখা যাচ্ছে চ্যানেলটির পরিচিতি, 'ইউআর ক্রিস্টিয়ানোয় স্বাগত এটা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল।' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইউটিউব চ্যানেল খোলার খবর জানান রোনালদো। সৌদি ক্লাব আল নাসরের পর্তুগিজ মহাতারকা লেখেন, 'অপেক্ষার পালা শেষ। অবশেষে আমার ইউটিউব চ্যানেল চলে এল!' ভক্তদের চ্যানেলটিতে সাবসক্রাইব করতে বলার কথা রোনালদো লিখেছেন তাঁর ট্রেডমার্ক উদ্‌যাপন সিউ...এর ঢঙে, 'SIUUUbscribe (সাবসক্রাইব করুন) এবং আমার এই নতুন যাত্রায় যোগ দিন।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR